ইসলামে স্বপ্ন ও দর্শনের তাৎপর্য

লিল্লাহ ট্রাস্ট
প্রকাশনা

সুচিপত্র

১. ভূমিকা

২. ইসলামে স্বপ্নের প্রকারভেদ এবং নির্দেশনা

৩. সত্যিকারের স্বপ্ন দেখার জন্য আপনার কী করা উচিত

৪. ভালো স্বপ্ন দেখলে আপনার কী করা উচিত

৫. খারাপ স্বপ্ন (দুঃস্বপ্ন) দেখলে আপনার কী করা উচিত

৬. বিভ্রান্তিকর বা অর্থহীন স্বপ্ন দেখলে আপনার কী করা উচিত

৭. আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কীকরণমূলক স্বপ্ন দেখলে আপনার কী করা উচিত

৮. স্বপ্নের তাৎপর্য এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইসলাম

৯. উপসংহার

ভূমিকা

আমরা সেই নির্দিষ্ট হাদিসগুলি সংগ্রহ, সংকলন এবং নির্বাচন করেছি এবং ইসলামের প্রকৃত আলেম ও ইমামদের কাছ থেকে কিছু বিষয় এবং এই বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তাদের বোধগম্যতা উল্লেখ করেছি।

আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে এটি কবুল করুন, আমিন।

ইসলামে স্বপ্নের প্রকারভেদ এবং নির্দেশনা

স্বপ্নের তিনটি বিভাগ:

রু'ইয়া (ভালো দৃষ্টি):

এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সত্য স্বপ্ন এবং এগুলোকে সুসংবাদ বা নির্দেশনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নির্দেশনা: যদি আপনি একটি ভালো স্বপ্ন দেখেন, তাহলে আপনার আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত এবং এটি একজন বিশ্বস্ত, জ্ঞানী এবং আন্তরিক ব্যক্তি বা পণ্ডিতের সাথে ভাগ করে নেওয়া উচিত, তবে সবার সাথে নয়।

হুলুম (খারাপ স্বপ্ন/দুঃস্বপ্ন):

এই দু:খজনক স্বপ্নগুলো শয়তানের (শয়তান) কাছ থেকে আসে, যে দুঃখ এবং ভয় সৃষ্টি করতে চায়।

নির্দেশনা: যদি তুমি খারাপ স্বপ্ন দেখে থাকো, তাহলে ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথেই তোমার উচিত:

১. শয়তান এবং স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা (যেমন, আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম বলে)।

২. তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলো (শুকনোভাবে, প্রকৃত থুথু না ফেলে)।

৩. উল্টে পড়ো এবং অন্য কাত হয়ে ঘুমাও।

৪. স্বপ্নের কথা কাউকে বলবেন না, কারণ এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

৫. তুমি উঠে দুই রাকাত (নফল) ঐচ্ছিক নামাজ (নামায) পড়তেও পারো।

অর্থহীন স্বপ্ন:

এগুলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাভাবনা, আবেগ, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, অথবা শারীরিক অবস্থার (যেমন, অতিরিক্ত খাওয়া, অসুস্থতা) প্রতিফলন। এগুলোর কোন উল্লেখযোগ্য আধ্যাত্মিক অর্থ নেই।

নির্দেশনা: এই স্বপ্নগুলিকে কেবল উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

সত্যিকারের স্বপ্ন দেখতে হলে যা করা উচিত

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) বলেছেন: “শেষ যুগে, কোন মুসলিমের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে। যারা সবচেয়ে সত্য স্বপ্ন দেখে তারাই হবে যারা সবচেয়ে সত্য কথা বলে। একজন মুসলিমের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশটি অংশের একটি। স্বপ্ন তিন ধরণের: একটি ভালো স্বপ্ন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, একটি শয়তানের স্বপ্ন যা কষ্ট দেয়, এবং একটি স্বপ্ন যা মানুষ নিজের মনে যা চিন্তা করে তা থেকে আসে...” (জামে আত-তিরমিযী ২২৭০)

শায়খ ইবনে উসাইমিন (রাঃ) বলেছেন:

“নবী (সাঃ) এর বাণী, ‘মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশটি অংশের একটি’ এর অর্থ হল, মুমিনের স্বপ্ন সত্য হয়, কারণ এগুলি এমন দৃষ্টান্তের মতো যা ফেরেশতারা দেখে তাকে দেয়। তারা হয়তো কিছু বলতে পারে। যা ঘটছে বা ঘটতে চলেছে, তাই তা স্বপ্ন অনুসারে ঘটে, তাই এই স্বপ্নগুলি নবুওয়তের পদ্ধতির মতো, কারণ এগুলি সত্য হয়, তবুও এগুলি তার থেকে আলাদা। অতএব এগুলি নবুওয়তের ছেচল্লিশটি অংশের একটি।" (মাজমু` ফাতাওয়া আশ-শায়খ ইবনে `উসাইমিন, ১/৩২৭ থেকে শেষ উদ্ধৃতি)

হাদিসে মুমিনের স্বপ্নগুলিকে "সত্য", "ভালো" এবং "আল্লাহর কাছ থেকে" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "সত্য" বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা উপরে উদ্ধৃত ইবনে `উসাইমিনের ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এর অর্থ হল যে এগুলি সত্য হয়। "ভালো" বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হল তারা সুসংবাদ নিয়ে আসে বা এমন কিছু ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। "আল্লাহর কাছ থেকে" তাদের হওয়ার অর্থ হল যে এগুলি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা, অথবা তাঁর কাছ থেকে সতর্কীকরণ বা সুসংবাদ হিসাবে, অথবা তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা হিসাবে ঘটে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে জাগ্রত অবস্থায়ও আমাকে দেখতে পাবে, আর শয়তান আমার আকৃতি অনুকরণ করতে পারবে না।" আবূ 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, "ইবনে সিরীন (রাঃ) বলেন, 'কেবল যদি সে নবী (সাঃ)-কে তার (আসল) আকৃতিতে দেখে।'"

সহীহ আল-বুখারী: খণ্ড ৯, পুস্তক ৮৭, সংখ্যা ১২২

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "একজন বিশ্বাসীর (ভালো) স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশটি অংশের একটি অংশ।"

সহীহ আল-বুখারী: খণ্ড ৯, বই ৮৭, সংখ্যা ১১৭

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "মুবাশশিরাত ছাড়া নবুওয়াতের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।" তারা জিজ্ঞাসা করলেন, "মুবাশশিরাত কী?" তিনি বললেন, "সত্যিকারের ভালো স্বপ্ন (যা সুসংবাদ প্রদান করে)।"

সহীহ আল-বুখারী: ৯ম খণ্ড, ৮৭তম কিতাব, ১১৯তম খণ্ড।

ওয়াসীলাহ ইবনে আসকা’ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “নিশ্চয়ই, সবচেয়ে জঘন্য মিথ্যা হলো কোন ব্যক্তি তার পিতা ব্যতীত অন্য কারো বংশধর বলে দাবি করবে, অথবা এমন স্বপ্ন দেখবে যা সে দেখেনি, অথবা এমন বলবে যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এমন কথা বলেছেন যা তিনি বলেননি।”

সূত্র: সহীহ আল-বুখারী ৩৫০৯

গ্রেড: আল-বুখারী অনুসারে সহীহ (নির্ভুল)

ভালো স্বপ্ন দেখলে আপনার করণীয়

ইসলামে ভালো স্বপ্ন

ভালো স্বপ্ন হলো সেইসব স্বপ্ন যেখানে ঘুমন্ত ব্যক্তি ভালো কিছু দেখে; এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। এগুলো সুসংবাদ, অথবা মন্দের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ, অথবা সাহায্য ও পথনির্দেশনা হিসেবেও হতে পারে। এগুলোর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা এবং প্রিয়জনদের কাছে তাদের কথা বলা সুন্নত, কিন্তু অন্যদের কাছে নয়।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “নিশ্চয়ই স্বপ্নের ব্যাখ্যা যেভাবে করা হয়, সেভাবেই তা বাস্তবায়িত হবে। এর উদাহরণ হলো একজন ব্যক্তি যে তার পা উঁচু করে রাখে যতক্ষণ না সে তা স্থাপন করে। অতএব, তোমাদের কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে যেন তার মঙ্গল কামনাকারী ব্যক্তির সাথে অথবা কোন আলেমের সাথে কথা না বলে।”

সূত্র: আল-মুসতাদরাক আলা আল-সহীহাইন ৮১৭৭

গ্রেড: আল-আলবানীর মতে সহীহ (বিশুদ্ধ)

আবু রাজিন থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: “স্বপ্ন পাখির পায়ের সাথে লেগে থাকে* যতক্ষণ না তার ব্যাখ্যা করা হয়, তারপর যখন তার ব্যাখ্যা করা হয় তখন তা বাস্তবায়িত হয়।” তিনি বলেন: “আর স্বপ্ন ভবিষ্যদ্বাণীর ছেচল্লিশটি অংশের একটি।” তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: “আর আমার মনে হয় তিনি বলেছেন: ‘(ব্যক্তি) তা কেবল তাকেই বলবে যাকে সে ভালোবাসে অথবা জ্ঞানী ব্যক্তিকে।’”

সুনান ইবনে মাজাহ ৩৯১৪

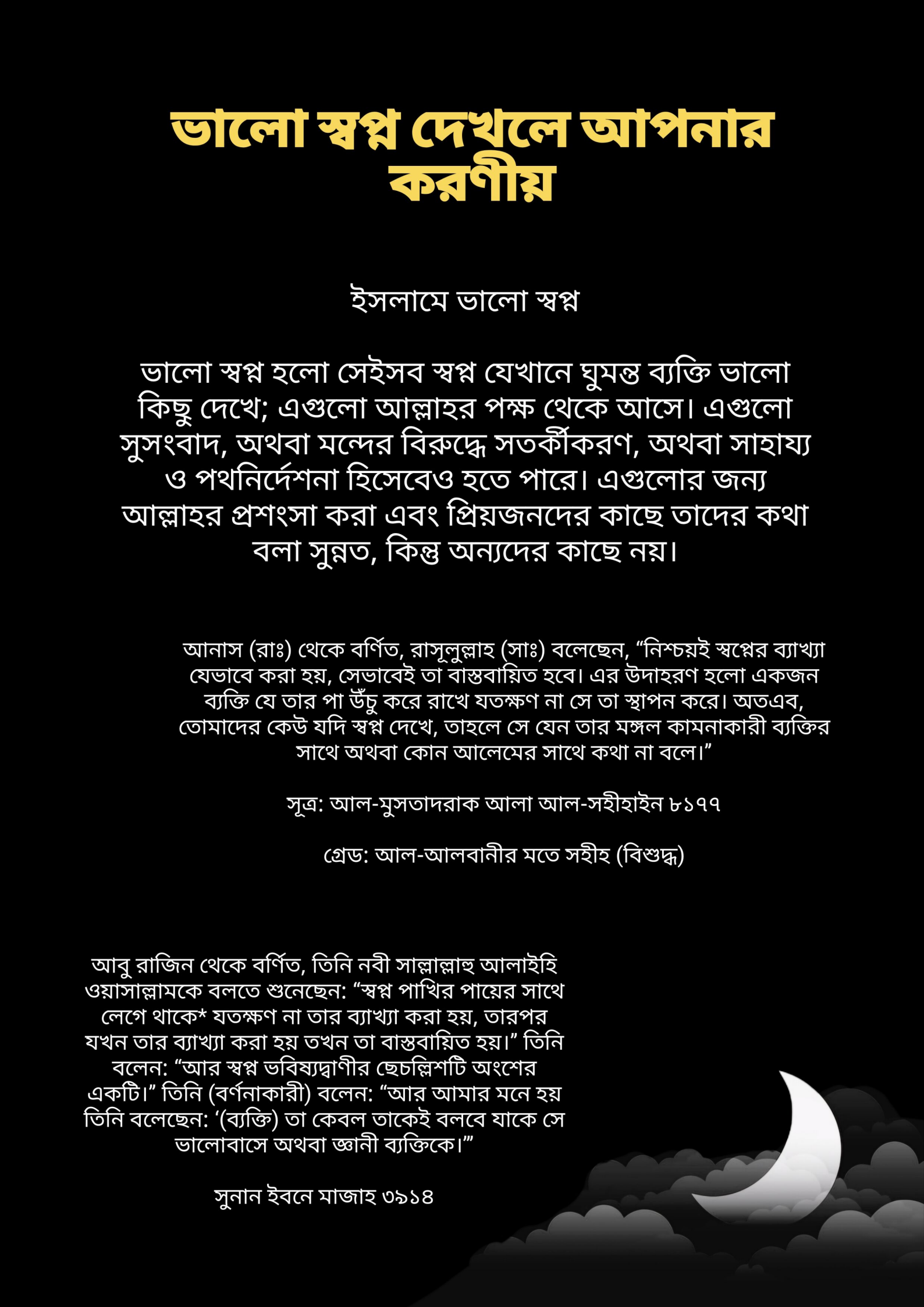

খারাপ স্বপ্ন দেখলে আপনার কী করা উচিত (দুঃস্বপ্ন)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে ভয় পেলে সে যেন বলে:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يُحْنِ

আউযুবি কালিমাতিল্লাহি-তাআম্মাতি মিন গাদাবিহি ওয়া-ইকাবিহি ওয়া-শররি ইবাদিহি ওয়া-মিন হামাযাতিশ-শায়তিনি ওয়াআন ইয়াহদুরুন

আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর ক্রোধ, শাস্তি, বান্দাদের অনিষ্ট, শয়তানের প্ররোচনা এবং তাদের উপস্থিতি থেকে তাঁর পরিপূর্ণ বাণী। নিশ্চয়ই, তারা কখনও তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না।”

সূত্র: সুনান আত-তিরমিযী ৩৫২৮

গ্রেড: আল-তিরমিযী
অনুসারে হাসান (ন্যায্য)

আবু সালামা বললেন: আমি (এমন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন) দেখতাম যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম। আমি আবু কাতাদাকে দেখেছি, যিনি আরও বলেন: আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে অসুস্থ করে তুলত। এমনকি আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি: "ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তাই তোমাদের কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে, তাহলে সে যেন তা তার প্রিয়জন ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রকাশ না করে। যদি সে এমন কিছু দেখে যা সে পছন্দ করে না, তাহলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে।

عَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا،

আ'উযু বিল্লাহি মিন শাররি শায়তানি ওয়া-শাররিহা

এবং শয়তানের অনিষ্ট এবং তার অনিষ্ট (অর্থাৎ স্বপ্নের অনিষ্ট) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

এবং সে যেন তা কাউকে বর্ণনা না করে, তাহলে তা তার ক্ষতি করবে না।"

সহীহ মুসলিম: বই ২৯,
নম্বর ৫৬১৯

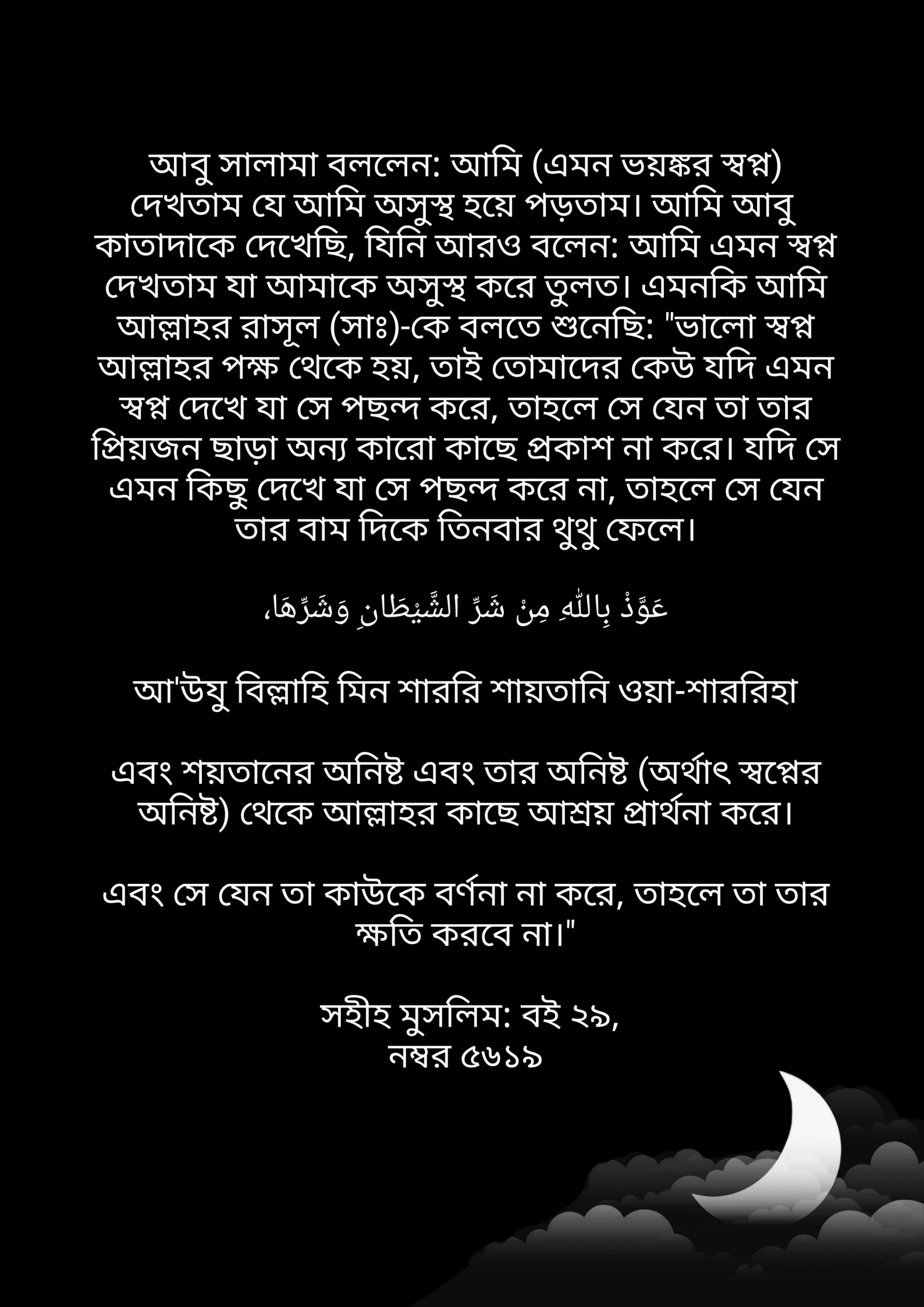

আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "একটি ভালো স্বপ্ন যা সত্য হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আর একটি খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, তাই তোমাদের কেউ যদি খারাপ স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে যেন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বাম দিকে থুথু ফেলে, কারণ খারাপ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।"

সহীহ আল-বুখারী: খণ্ড ৯, বই ৮৭, সংখ্যা ১১৫

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী তারাই যারা সবচেয়ে সত্য স্বপ্ন দেখে। তিন ধরণের স্বপ্ন দেখা যায়: একটি সৎ স্বপ্ন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, একটি শয়তানের কাছ থেকে আসা দুঃখজনক স্বপ্ন এবং একটি নিজের কাছ থেকে উদ্ভূত স্বপ্ন। যদি তোমাদের কেউ এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন সালাতে দাঁড়ায় এবং লোকদের সাথে তা নিয়ে কথা না বলে।”

সূত্র: সহিহ মুসলিম ২২৬৩

শ্রেণী: মুসলিম অনুসারে সহিহ (বিশুদ্ধ)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যদি তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার ফুঁ দেয় এবং শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। যে দিক থেকে সে ঘুমাচ্ছিল, সে যেন অন্যদিকে ফিরে যায়।”

সূত্র: সহিহ মুসলিম ২২৬২

শ্রেণী: মুসলিম অনুসারে সহিহ (বিশুদ্ধ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “স্বপ্ন তিন ধরণের: আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, মানুষের মনে যা আছে তা এবং শয়তানের পক্ষ থেকে ভয়াবহ স্বপ্ন। তোমাদের কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে যা তার পছন্দের, তাহলে সে যেন ইচ্ছা করলে অন্যদের তা বলে, আর যদি এমন কিছু দেখে যা তার অপছন্দের, তাহলে যেন সে তা কাউকে না বলে, বরং সে যেন উঠে সালাত আদায় করে।”

সুনান ইবনে মাজাহ ৩৯০৬

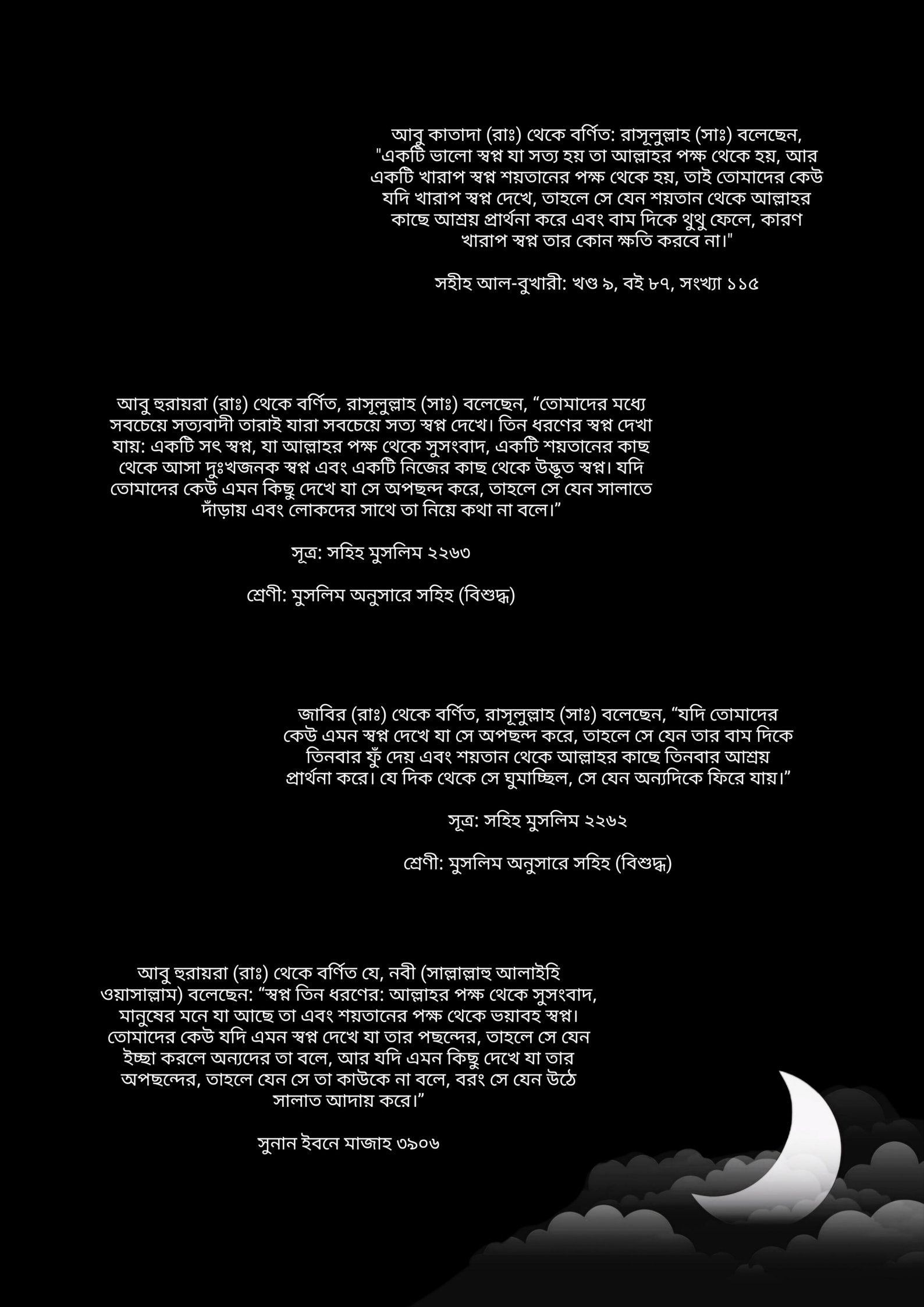

খারাপ স্বপ্নকে "দুঃখ সৃষ্টিকারী" বা "শয়তানের পক্ষ থেকে" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। "দুঃখ সৃষ্টিকারী" বলতে যা বোঝায় তা হল, এগুলো একজনকে দুঃখিত করে এবং কষ্ট দেয়। "শয়তানের পক্ষ থেকে" বলতে যা বোঝায় তা হল, এগুলো সে ভয় দেখানোর জন্য অথবা ঘুমন্ত ব্যক্তির সাথে তার খেলার কারণে তার মনে প্রবেশ করিয়ে দেয়।

শাইখ ইবনে উছাইমিন (রহঃ) বলেন:

“শঙ্কা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান ঘুমের মধ্যে এমন জিনিস দেখায় যা তাকে নিজের, তার সম্পদের, তার পরিবার বা তার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে ভীত করে তোলে, কারণ শয়তান মুমিনদের দুঃখ দিতে পছন্দ করে, যেমন আল্লাহ বলেছেন (অর্থের ব্যাখ্যা):

{গোপন পরামর্শ (ষড়যন্ত্র) কেবল শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, যাতে সে মুমিনদের দুঃখ দিতে পারে। কিন্তু সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না, যদি না আল্লাহ অনুমতি দেন।} [আল-মুজাদিলাহ ৫৮:১০]

যা কিছু মানুষকে কষ্ট দেয় এবং বিচলিত করে, শয়তান তার জন্য আগ্রহী, তা সে যখন জাগ্রত থাকে বা ঘুমন্ত থাকে, কারণ শয়তান শত্রু, যেমন আল্লাহ বলেছেন (অর্থের ব্যাখ্যা):

{নিশ্চয়ই, শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো।" [ফাতির ৩৫:৬]” (মাজমু` ফাতাওয়া আশ-শায়খ ইবনে `উছাইমিন, ১/৩২৯ থেকে শেষ উদ্ধৃতি)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের শিখিয়েছেন যে যদি কেউ স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা তার অপছন্দের এবং এর ফলে জেগে ওঠে, তাহলে আমাদের কী করা উচিত। তা হল: বাম দিকে শুকনো থুতু ফেলা, শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, উল্টে যাওয়া, ইচ্ছা করলে প্রার্থনা করা এবং লোকেদের কাছে তা না বলা।

আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা উচিত, তা হল, যদি কোনও ব্যক্তি ধার্মিক হয় এবং সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে, তাহলে যদি সে এমন পরিস্থিতিতে দেখে বা দেখা যায় যা কষ্টদায়ক হয়, তাহলে তার কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু যদি সে তার বাস্তব জীবনে একজন দুষ্কর্মকারী এবং পাপী হয়, তাহলে নিজেকে দেখা বা সর্বোত্তম অবস্থায় দেখা তার কোন উপকার হবে না।

ইবনে মুফলিহ (রাঃ) বলেছেন:

“হিশাম ইবনে হাসান বলেছেন: ইবনে সিরিনকে একশটি স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং তিনি কোনও উত্তর দেননি। "তোমরা জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎকর্ম করো, আর ঘুমের মধ্যে যা দেখো তা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।" (আল-আদাব আশ-শার'ইয়াহ, ৩/৪৫১ থেকে শেষ উদ্ধৃতি)

আর তিনি (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করেন) বলেন:

"আল-মারওয়াযী বলেন: আমি ইব্রাহিম আল-হুমায়দীকে আবু আবদুল্লাহর সাথে দেখা করার জন্য আমার সাথে নিয়ে এসেছিলাম, এবং তিনি একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন: আমার মা [স্বপ্নে] দেখেছিলেন যে তোমার সাথে এমন ঘটনা ঘটেছে, এবং তিনি জান্নাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: হে আমার ভাই, লোকেরা সাহল ইবনে সালামাকে এই ধরনের কথা বলত, আর সাহল বিদ্রোহ করত এবং রক্তপাত করত, এবং সে বলত: স্বপ্ন মুমিনের জন্য আনন্দ বয়ে আনতে পারে কিন্তু তারা তাকে প্রতারিত করতে পারে না।" (আল-আদাব আশ-শার'ইয়াহ, ৩/৪৫৩ থেকে শেষ উদ্ধৃতি)

বিভ্রান্তিকর বা অর্থহীন স্বপ্ন দেখলে আপনার কী করা উচিত

ইসলামে বিভ্রান্তিকর স্বপ্ন

এমন হতে পারে যে কেউ যা দেখে তা এই দুই ধরণের স্বপ্নের কোনটিই নয়, বরং এটি তার চিন্তাভাবনা থেকে উদ্ভূত হয়। একে বিভ্রান্তিকর স্বপ্ন বলা হয় এবং এটি স্মৃতি এবং অবচেতনে সঞ্চিত ঘটনা এবং ভয় থেকে উদ্ভূত হয়, যা ঘুমের সময় পুনরাবৃত্তি হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি একটি নির্দিষ্ট পেশায় কাজ করেন এবং সারাদিন সেই ক্ষেত্রে কাজ করেন এবং ঘুমাতে যাওয়ার আগে তিনি এটি সম্পর্কে চিন্তা করেন, তাই তিনি তার স্বপ্নে এর সাথে সম্পর্কিত কিছু দেখতে পারেন; অথবা যিনি এমন কাউকে নিয়ে ভাবেন যাকে তিনি ভালোবাসেন এবং সেই ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত কিছু দেখেন। এই জিনিসগুলির কোনও ব্যাখ্যা নেই।

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

একজন মরুবাসী আরব তাঁর (রাঃ) কাছে এসে বলল: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমার শিরশ্ছেদ করা হয়েছে এবং আমি (কাটা মাথা) অনুসরণ করছি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে তিরস্কার করে বললেন: রাতে তোমার সাথে শয়তানের অযথা খেলাধুলার খবর দিও না।

সহিহ মুসলিম ২২৬৮

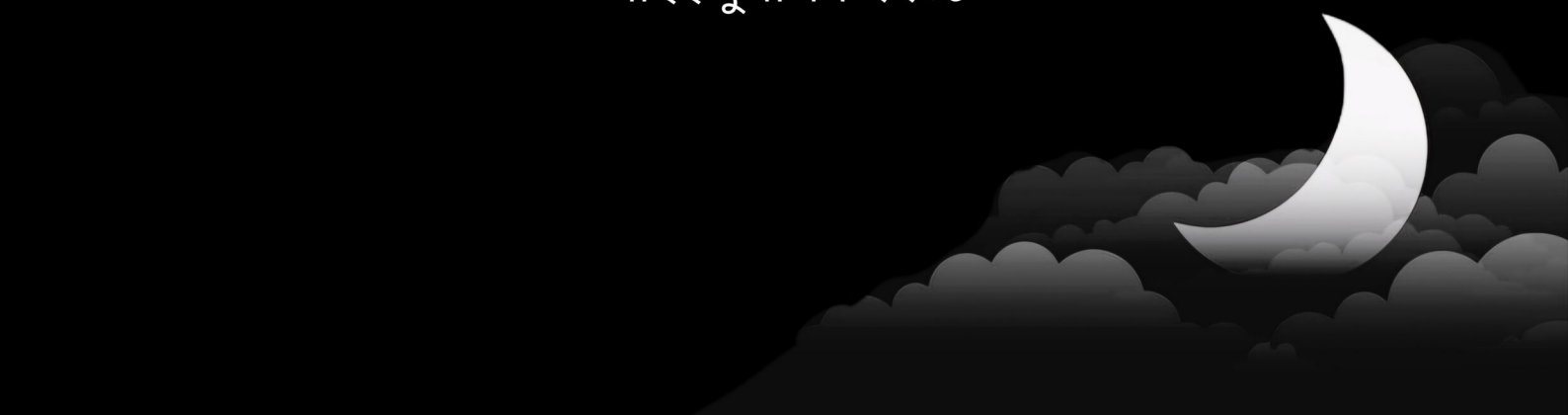

আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কীকরণ স্বপ্ন দেখলে আপনার কী করা উচিত

আল্লাহর পক্ষ থেকে কি কোন সতর্কীকরণ স্বপ্ন আছে?

স্বপ্নে ব্যক্তি বা অন্যদের জন্য সতর্কীকরণ থাকতে পারে, তাদের অবহেলার কারণে কোন ভুল, অথবা তারা যে কোন পাপ করছে, অথবা যদি তারা বিচ্যুতি বা বিপথগামীতার পরে একইভাবে চলতে থাকে তবে তার খারাপ পরিণতির বিষয়ে সতর্কীকরণ থাকতে পারে। এগুলো শয়তানের চক্রান্ত এবং দুঃখ দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে আসা খারাপ স্বপ্ন হতে পারে না, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা থেকেই আসে। তাই যদি কোন ব্যক্তি তার স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা ইঙ্গিত দেয় যে তাকে অন্যদের সতর্ক করা উচিত, তাহলে তার তা করা উচিত। একই কথা প্রযোজ্য যদি সে এমন কিছু দেখে যা তাকে সতর্ক করে এবং সতর্ক করে (অর্থাৎ, তার মনোযোগ দেওয়া উচিত)।

আপনি আপনার আত্মীয়কে সম্ভাব্য কোনও চক্রান্ত বা মন্দ সম্পর্কে সতর্ক করতে পারেন, এই চক্রান্তের পিছনে কে থাকতে পারে তা উল্লেখ না করে। যদি আপনি চিন্তিত হন যে খারাপ কিছু ঘটতে পারে, তাহলে আপনার সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, এবং ইনশাআল্লাহ কিছুই আপনার ক্ষতি করবে না, এমনকি যদি আপনি যা আশঙ্কা করেন তা ঘটেও। কিন্তু যদি তুমি যা আশঙ্কা করেছিলে তা না ঘটে এবং স্বপ্ন সত্যি না হয়, তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না কারণ তুমি কারো সম্পর্কে খারাপ কথা বলোনি এবং কারো বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করোনি।

আর আল্লাহই ভালো জানেন।

স্বপ্নের তাৎপর্য এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইসলামে

১. সকল স্বপ্নের অর্থ হয় না বা ব্যাখ্যা করার জন্য তৈরি করা হয় না।

২. সত্যিকারের স্বপ্ন নবুওয়তের একটি ক্ষুদ্র অংশ (ছেচল্লিশটি অংশের মধ্যে একটি), কিন্তু এগুলি সাধারণ বিশ্বাসীদের জন্য নতুন ধর্মীয় বিধান বা বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না।

৩. ব্যাখ্যা একটি গুরুতর বিষয় এবং আদর্শভাবে একজন যোগ্য, জ্ঞানী আলেম বা জ্ঞানী এবং কুরআন ও সুন্নাহের গভীর বোধগম্য ব্যক্তির কাছ থেকে অনুসন্ধান করা উচিত, অপরিচিত, অ্যাপ বা সাধারণ উৎস থেকে নয়।

৪. স্বপ্ন সম্পর্কে মিথ্যা বলা একটি গুরুতর পাপ বলে বিবেচিত হয়।

৫. পরিশেষে, ইসলামে জাগ্রত অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহে নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং স্বপ্ন কখনই বিশ্বাস ও অনুশীলনের এই প্রাথমিক উৎসগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

৬. ইসলামে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত: স্বপ্নের ব্যাখ্যা কুরআনের আলোকে, অথবা সুন্নাহর আলোকে, অথবা প্রবাদের মাধ্যমে, অথবা নাম ও রূপক দ্বারা, অথবা বিপরীত অর্থে করা যেতে পারে।

উপসংহার

ইসলামে, স্বপ্নকে ঐশ্বরিক যোগাযোগ এবং অন্তর্দৃষ্টির একটি সম্ভাব্য উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা তিন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, প্রতিটি প্রকারে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার উপর ভিত্তি করে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে তার নির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি তার ঘুমের মধ্যে যা দেখে তার ক্ষেত্রে, এটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত:

১. ভালো স্বপ্ন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে;

২. খারাপ স্বপ্ন, যা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে;

৩. বিভ্রান্তিকর স্বপ্ন, যা একজন ব্যক্তি চিন্তা করার সময় তার মনে যা জমা করে তা থেকে আসে।

আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একটি সত্যিকারের ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আর একটি খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়।"

সহীহ আল-বুখারী: খণ্ড ৯, বই ৮৭, সংখ্যা ১১৩

উৎস: ইসলাম প্রশ্নোত্তর

https://islamqa.info/en/answers/67624/types-of-dreams-in-islam